প্রকাশ : ৫ এপ্রিল, ২০১৬ ২২:৩৬

রক্তাক্ত বাঁশখালীতে ক্ষোভ আতঙ্ক শোক, জীবন দিয়ে জমি রক্ষার ঘোষণা

চট্টগ্রামের রক্তাক্ত বাঁশখালীর গণ্ডামারা এখন আতঙ্ক, শোক ও ক্ষোভের জনপদ। দায়ের হওয়া তিন মামলায় আসামি করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার গ্রামবাসীকে। আতঙ্কে অনেকেই এখন এলাকাছাড়া।

এস আলম গ্রুপের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও প্রকল্পের পক্ষ-বিপক্ষের গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি বর্ষণের ঘটনায় মঙ্গলবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চারটি লাশের সন্ধান মিলেছে।

বসতভিটা ও কবরস্থান রক্ষা কমিটির আহবায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী বলেন, পরিকল্পিতভাবে পুলিশ জনগণের উপর গুলি চালিয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আমরা রক্তের বিনিময়ে হলেও চার নিহতের রক্তের দাম বৃথা যেতে দেব না। আমাদের বাপ-দাদার ভিটা মাটি ছেড়ে যাব কোথায়? তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পুলিশ প্রশাসন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নেপথ্যে আতাত করে জনস্বার্থ ও পরিবেশ বিরোধী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে মাঠে নেমেছে। আমরা জীবন দিয়ে হলেও এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দেব না।

বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে দেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হচ্ছে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর গণ্ডামারা পশ্চিম বড়ঘোনায়। চায়না সেবকো এইচটিজির সঙ্গে যৌথভাবে ৬০০ একর জমির ওপর ২০ হাজার কোটি টাকার এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে এস আলম গ্রুপ। কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াটের এ বিদুৎ কেন্দ্রের ৭০ শতাংশের মালিকানা এস আলম গ্রুপের, ৩০ শতাংশের মালিকানায় চীনা প্রতিষ্ঠানের। বিনিয়োগ করা ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার মালিকানা ও ঋণ দিচ্ছে চীনের প্রতিষ্ঠান দুটি।